কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা ২"**

সূরা ইউসুফে বর্ণিত হয়েসে ইউসুফের ঘটনা। এ সূরাতে ১১১ টি আয়াত রয়েছে। কোরআনে ধারাবাহিকতা অনুসারে ১১১ টি আয়াতকে ইউসুফের ঘটনা ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত, ১৫ টি ছোটো ছোটো খন্ডে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

প্রতিটি খন্ডে প্রথমেই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে আল্লাহ তা'য়ালা ইউসুফের ঘটনা থেকে কি শিক্ষা গ্রহন করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

ইউসুফের ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো রাসূল (স:) এর সাথে সে ব্যবহার করেছিল। ঠিক তার সদৃশ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

যে ভাইকে অন্য ভাইয়েরা চরম নির্দয়ভাবে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলো, সেই ভাইয়ের পদতলেই পরবর্তী সময় নিজেদের সঁপে দিতে হয়েছিল। অন্য ভাইয়েরা ইউসুফকে (তখন মিশরের অধিপতি) বলেছিলো:

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَ
جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿۸۸﴾

অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বললঃ হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (সূরা ইউসুফে ১২:৮৮)

যখন ইউসুফের (মিশরের অধিপতি)পরিচয় ভাইদের কাছে প্রকাশিত হলো, তখন তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলো। তখন প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে ইউসুফ বলেছিলো:

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾

সে বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের কে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ইউসুফে ১২:৯২)

ঠিক তেমনি, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স:) কুরাইশদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন (কুরাইশরা তখন মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল) তোমরা কি মনে করো, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো? তখন ইউসুফের মতো রাসূল (স:) বলেছিলো: আজ তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নয়, তোমাদের মাফ করে দেওয়া হোল।

আযীযে মিশরের স্ত্রী ইউসুফকে জ্বেনা করার আহ্বান করেছিল, সে রাজি না হওয়ায় তাকে কারাগারে পাঠিয়ে মনে করেছিলো সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু সে ইউসুফের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছার পথ পরিষ্কার করেছিল, এবং নিজের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য লজ্জায় মাথা অধোবদন হতে হয়েছিল।

বালক ইউসুফকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। ৯ বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। ইউসুফ ৩০ বছর বয়স থেকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। তার শাসনকালে ১০ম বছরে পিতা ও ভাইদেরকে মিসরে নিয়ে আসেন।

ইউসুফকে আল্লাহ তা'আলা "তাউইলিল আহাদিস" تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ অর্থাৎ সমস্যা ও পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং সত্য পর্যন্ত পৌছার জ্ঞান দান করেছেন। এর অর্থ শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা নয়।

<u>পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:</u>

১. ইউসুফ আর তার ভাইদের ঘটনাতে প্রশ্নকারীদের জন্যে (নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি উপলব্ধি) প্রমান।

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ ﴿٧﴾

অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা ইউসুফে ১২:৭)

২. আমাদের বাবার কাছে ইউসুফ আর তার সহোদর ভাইটি (বিনয়ামিন) আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয় অথচ আমরা হলাম ১০ ভাইয়ের একটি সংঘবদ্ধ দল।

স্বরণ করো, যখন তারা বললো: "অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটা সংহত শক্তি বিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন।" (সূরা ইউসুফে ১২:৮)

৩. চলো, ইউসুফকে মেরে ফেলো, কিংবা কোথাও ফেলে রেখে আসো।

হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে। (সূরা ইউসুফে ১২:৯)

৪. এক ভাই বললো: ইউসুফকে একেবারে জানে মেরে ফেলো না, বরং কুয়ার তলায় ফেলে আসো।

তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসুফ কে হত্যা করো না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকূপে যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়। (সূরা ইউসুফে ১২:১০)

৫. বাবা, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর আস্থা রাখলো না কেন ?

তারা বললঃ পিতা ব্যাপার কি, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না ? আমরা তো তার শুভাকাঙ্খী। (সূরা ইউসুফে ১২:১১)

৬. আগামীকাল ওকে (ইউসুফকে) আমাদের সাথে পাঠান, ফলমূল পেরে খাবে।

আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন-তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষন করব। (সূরা ইউসুফে ১২:১২)

৭. পিতা বললো আমার আশঙ্কা হয়, তোমরা তাকে নিয়ে গিয়ে তার ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে পড়বে।

তিনি বললেন, আমার দুশ্চিন্তা হয় যে; তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, নেকড়ে বাঘ তাঁকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে। (সূরা ইউসুফে ১২:১৩)

৮. তারা বললো, আমরা ১০ ভাইয়ের শক্তিশালী দলের হাত থেকে তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা ব্যার্থ।

তারা বলিল, 'আমরা একটি সংহত দল থাকা সত্ত্বেও যদি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে, তবে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হইব।' (সূরা ইউসুফে ১২:১৪)

৯. এভাবে তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কূপের তলায় নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলো।

অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে একমত হল এবং আমি তাকে ইঙ্গিত করলাম যে, তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে এমতাবস্থায় যে, তারা তোমাকে চিনবে না। (সূরা ইউসুফে ১২:১৫)

১০. তারা এসার সময় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে উপস্থিত হয়।

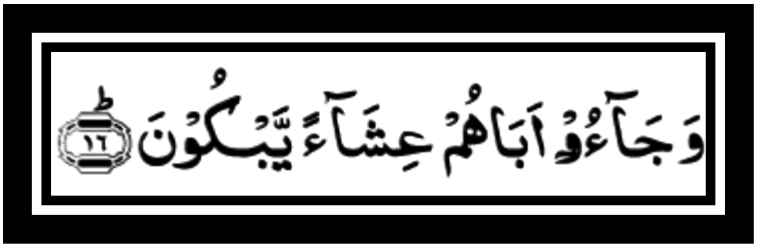

তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার নিকট আসিল। (সূরা ইউসুফে ১২:১৬)

১১. তারা বলে: ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম, এই ফাঁকে নেকড়ে এসে তাকে খেয়ে ফেলে।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا
فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾

তারা বলিল, হে আমাদের পিতা ! আমরা দৌড়র প্রতিযোগিতা করতেছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। (সূরা ইউসুফে ১২:১৭)

১২. তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত মেখে নিয়ে এসেছিলো।

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۭ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ
اَمْرًا ۭ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۭ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰي مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

এবং তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে আনল। সে বললেন, এটা কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ধৈর্য করাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। (সূরা ইউসুফে ১২:১৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

১৩. একদল পথিক ইউসুফকে কুয়া থেকে উঠিয়ে একটি পণ্য বিক্রয়ের মাল হিসেবে লুকিয়ে রাখে।

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ
هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

এক যাত্রীদল আসিলো, অতঃপর তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করিল। সে তাহার পানির ডোল নামাইয়া দিলো। সে বলিয়া উঠিলো, "কি সুখবর ! এ তো একটি কিশোর !" তারা তাকে পন্যদ্রব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। উহারা যাহা করিতেছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত ছিলেন। (সূরা ইউসুফে ১২:১৯)

১৪. অবশেষে পথিকদল তাকে (ইউসুফকে) বিক্রি করে ফেলে সামান্য দামে।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

এবং উহার তাহাকে বিক্রয় করিলো সল্প মূল্যে-মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, উহারা ছিল তাহার ব্যাপারে নির্লোভ। (সূরা ইউসুফে ১২:২০)

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা, ইউসুফ আর তার ভাইদের ঘটনাটি আমাদের জন্যে রয়েছে নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি উপলব্ধির প্রমান।

মিথ্যা কথা বলা, ষড়যন্ত্র করা, ধোঁকা দেওয়া অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। এর শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে দিয়ে থাকেন। দুনিয়া তে শাস্তি না দিলেও আখিরাতে অনেক কঠোর শাস্তি দিবেন।

আসুন, আমরা সমাজ থেকে মিথ্যা ষড়যন্ত্র, ধোঁকা নির্মূল করার চেষ্টা করি। নিজেরাও এ ধরণের পাপ কাজে লিপ্ত না হই। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু